39827 - কউে যদি নফল রোজা শুরু করে ভঙ্গে ফলেে তাকে কি সে রোজাটি কাযা করতে হবে

প্রশ্ন

জনকৈ ব্যক্তি শাওয়াল মাসরে ছয় রোজা রাখতে চান। একদনি তনিি রোজা রাখার নয়িত করলনে; কন্িতু কোন ওজর ছাড়াই রোজাটি ভঙ্গে ফলেনে; রোজাটি পূর্ণ করনেি। যে দনিরে রোজাটি তনিি ভঙ্গেছনে সে দনিরে রোজাটি কি ছিয় রোজা রাখা শষেে কাযা করতে হবে? এতে করে তার সর্বমোট সাতদনি রোজা রাখা হবে? নাকি শাওয়াল মাসরে শুধু ছয়দনি রোজা রাখলইে চলবে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

নফল রোজা শুরু করলে সটো পরপিূর্ণ করা কি ফরজ; নাকি ফরজ নয়— এ ব্যাপারে আলমেগণরে দুটো অভমিত রয়ছে:

প্রথম অভমিত:

নফল রোজা সমাপ্ত করা অনবিার্য নয়। এটি শাফয়েি ও হাম্বলি মাযহাবরে অভমিত। তাঁদরে দললি হচ্ছ-

১. আয়শো (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: “একদনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে এসে বললনে: কোন খাবার আছ? আমি বললাম: না। তনিি বললনে: তাহলে আমি রোজাদার। পরবর্তীতে অন্য একদনি তনিি আমার ঘরে আসলনে; তখন আমি বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদরেকে ‘হাইস’ (খজেুর ও পনরিরে মশ্রিণে তরৈী খাবার) হাদয়িা দয়ো হয়ছে। তনিি বললনে: আমাকে দখোও তো; আমি তো রোজা রখেে ভোর করছে। অতঃপর তনিি খয়েছেনে।’[সহহি মুসলমি (১১৫৪)]

২. আবু জুহাইফা থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: “... আবু দারদা এলনে এবং তাঁর জন্য অর্থাৎ সালমানরে জন্য খাবার প্রস্তুত করলনে। এরপর বললনে: আমি রোজা রখেছে; আপনি খান। সালমান বললনে: আপনি না খলেে আমি খাব না। বর্ণনাকারী বলনে: অবশষেে তনিি খলেনে। এরপর সালমান বললনে: আপনার উপর আপনার প্রভুর অধকিার রয়ছে, আপনার আত্মার অধকিার রয়ছেে এবং আপনার পরবিাররে অধকিার রয়ছে। সুতরাং প্রত্যকেে প্রাপককে তার প্রাপ্য অধকিার প্রদান করুন। এরপর তনিি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে ঘটনাটি তাঁকে বললনে; তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: সালমান সঠকি বলছে।’[সহহি বুখারি (১৯৬৮)]

৩. আবু সাঈদ আল-খুদরি (রাঃ) থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: “আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে জন্য খাবার তরৈী

করলাম। খাবার যখন সামনে পেশ করা হলো তখন উপস্থিত একজন বলল: আমি রোজা রেখেছি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমার ভাই তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছে, কষ্ট করে খাবার তৈরী করেছে, তাই তুমি রোজাটি ভেঙ্গে ফেল এবং চাইলে এর বদলে অন্য একটি রোজা রেখে নাও।'[দারাকুতনি (২৪); ফাতহুল বারী গ্রন্থে (৪/২১০) ইবনে হাজার হাদিসটিকে হাসান বলেছেন]

দ্বিতীয় অভিমত:

নফল রোজা সমাপ্ত করা তার উপর অনিবার্য। যদি সে নফল রোজা নষ্ট করে; তাহলে তাকে সে রোজা কাযা করতে হবে। এটি হানাফি মাযহাবের অভিমত। কাযা করা ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে তারা নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন:

১. আয়শো (রাঃ) বলেন: আমাকে ও হাফসাকে কিছু খাবার হাদিয়া পাঠানো হল; সেদিন আমরা দুইজন রোজা রেখেছিলাম। তবে হাদিয়া পেয়ে আমরা রোজা ভেঙ্গে ফেললাম। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে আসলে আমরা বললাম: ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কাছে কিছু হাদিয়া পাঠানো হয়েছিল; সেটা খাওয়ার জন্য আমাদের তীব্র আগ্রহ হল বিধায় আমরা রোজা ভেঙ্গে ফেললাম। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: উচিত হয়নি; তোমাদেরকে এ দিনের বদলে অন্য একদিন রোজা রাখতে হবে।[সুনানে আবু দাউদ (২৪৫৭), সুনানে তিরমিযি (৭৩৫), হাদিসটির সনদে যামিল নামে এক রাবী আছে। 'তাক্বরিব' গ্রন্থে বলা হয়েছে- তিনি অজ্ঞাত পরিচয়। আল-মাজমু গ্রন্থে (৩৯৬) ইমাম নববী, যাদুল মাআদ গ্রন্থে ইবনুল কাইয়্যিম তাকে দুর্বল বলেছেন এবং আলবানি হাদিসটিকে দুর্বল বলেছেন।

২. ইমাম মুসলিম কর্তৃক সংকলিত পূর্বোক্ত আয়শো (রাঃ) এর হাদিসের বর্ণনায় কেউ কেউ বাড়তি বর্ণনা করেন যে, 'আমি তো রোজাদার হিসেবে ভোর করেছি; এরপর তিনি খেয়েছেন এবং বলেছেন: আমি এদিনের পরিবর্তে অন্যদিন রোজা রাখব"।

এর জবাবে বলা হয় যে, ইমাম নাসাঈ এ বাড়তি অংশকে দুর্বল বলেছেন। তিনি আরও বলেন: এটি ভুল। অনুরূপভাবে দারাকুতনি ও বাইহাকী এ বাড়তি অংশকে দুর্বল বলেছেন।

দলিল-প্রমাণের বলিষ্ঠতার কারণে প্রথম অভিমতটি অগ্রগণ্য। উম্মে হানির বর্ণিত রেওয়ায়তেও প্রথম অভিমতটির সমর্থন যোগায়। সে রেওয়ায়তে এসেছে- "ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি রোজা রেখেছিলাম; কিন্তু রোজাটি ভেঙ্গে ফেলেছি। তিনি তাকে বললেন: তুমি কি কাযা রোজা রাখছিলে? উম্মে হানি বললেন: না। তিনি বললেন: যদি নফল রোজা হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই।[সুনানে আবু দাউদ (২৪৫৬), আলবানি হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: "যদি কোন লোক রোজা রাখে, এরপর এমন কিছু হয় যাতে করে তার রোজা ভাঙ্গাটা পরিস্থিতির দাবী হয়; তাহলে সে রোজা ভেঙ্গে ফেলবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল থেকে এটি জানা যায়। একবার তিনি মুমিনদের মা আয়শো (রাঃ) এর কাছে এসে বললেন: তোমাদের কাছে কোন খাবার আছে? আয়শো (রাঃ)

বললনে: আমাদরেকে হাইস (একজাতীয় খাবার) হাদয়িা দয়ো হয়ছে। তনিি বললনে: ‘আমাকে দখোও তো; আমি তো রোজা রখেে ভোর করছে’। এরপর তনিি খয়েছেনে। এটি নফল রোজার ক্ষত্রে; ফরজ রোজার ক্ষত্রে নয়।”[ফতোয়াসমগ্র, পৃষ্ঠা-২০]

উপরোক্ত আলোচনার প্রক্ষেতিে বলা যায়, যে দনিরে রোজা আপনি ভঙ্গেছেনে সদেনিরে রোজা আপনাকে কাযা করতে হবে না। কারণ নফল রোজা পালনকারী নজিরে কর্তৃত্বশীল। তাকে শাওয়ালরে ছয় রোজা পরপিূর্ণ করতে হবে।

আল্লাহই ভাল জাননে।